46

তারিখ 28 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা প্রসারের অন্তরায়

গত ২৬শে জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম ও তৃতীয় পাতায় শিক্ষা বিষয়ক দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পাতার সংবাদটিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়া এই খাতে সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দ করিয়াছেন। অপরদিকে তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরটিতে বলা হইয়াছে, শিক্ষক স্বল্পতা, স্কুলভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, চেয়ার-টেবিলসহ আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি কারণে মুন্সীগঞ্জ জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। এই দুইটি সংবাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বৈপরিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও একটি ক্ষেত্রে ঐক্যও দৃষ্টিগোচর না হইয়া পারে না। তাহা হইতেছে উচ্চ শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা বিরাজমান। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম হইতেছে ক্যাম্পাসে অশান্তি। ইহাছাড়াও আছে সেশন জট, ফল প্রকাশে বিলম্ব, অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া ও লাইব্রেরীতে পুস্তকের এবং গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির অভাবের মত সমস্যা। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় মুন্সীগঞ্জের সংবাদটি হইতেই। শিক্ষা ক্ষেত্রের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর দুইটিও সমস্যামুক্ত নয়।

সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা সত্ত্বেও এইসব সমস্যা দূরীভূত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সরকার গত অর্থ বৎসরও শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছিলেন। বহুল আলোচিত 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীও গত অর্থবছরেই শুরু করা হয়। একই সঙ্গে এই কর্মসূচীতে দুর্নীতি-অনিয়ম অনুপ্রবেশের সংবাদও প্রকাশিত হইতে শুরু করে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামুখী করার পরিবর্তে খাদ্যমুখী করিয়া তোলা হইতেছে বলিয়াও অভিযোগ ওঠে। এ বৎসর আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাপকহারে বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সকল কর্মসূচীরই সাফল্য আমাদের প্রত্যাশিত। তথাপি অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের এতই হতাশাজনক যে, যে কোনো কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে আমরা উহার সাফল্য সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন না হইয়া পারি না। শহর এলাকার বাহিরে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীবেতন মওকুফ করা হইলেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উহা ঠিকই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে বলিয়া যখন অভিযোগ পাওয়া যায় তখন এইরূপ সংশয়কে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি?

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জনের জন্য শুধু বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়, বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে সেই বরাদ্দের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষকের মান উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ অগ্রাধিকার দাবি করে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ড্রপ আউটের যে হার উহা কমাইয়া আনার ক্ষেত্রেও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারে। অথচ শিক্ষকের মান উন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ে না। এইভাবে শিক্ষা বিস্তারের বা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের চেষ্টা কতটুকু সফল হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।